

## “সবই আল্লাহর ইচ্ছে!”

“সবই আল্লাহর ইচ্ছে”— ছোটবেলা থেকেই এই কথাটা শুনে আসছি। শুনতে শুনতে যখন ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ঢুকে গেলো, তখন হঠাৎ হঠাৎ-ই মনে হতে থাকে সবই কি আসলে কারো ইচ্ছেমতন সাজানো ব্যাপার? আমাদের ব্যাখ্যার অতীত যেকোন ঘটনাকে আমরা অন্য কারো ইচ্ছার অধীন বলে প্রচার করে দেই। বিশেষতঃ ধর্মের প্রচারকরাই এর সুবিধা নিতে ছাড়েন না। এই ইচ্ছার যৌক্তিক কারণ অনুসন্ধান করাই এই প্রবন্ধের প্রয়াস।

তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক ঈশ্বর নামক অসীম এবং পরম ক্ষমতামণ্ডলী একটি সত্ত্বার অস্তিত্ব। ঈশ্বর মানুষ বানালেন, তারও আগে পৃথিবী মহাবিশ্ব; দৃষ্টিসীমার ভেতরে এবং বাইরে; আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়গুচ্ছের পরিসীমা দিয়ে পরিমাপ এবং অনুধাবন করা যায়-এমন সবকিছুই তার সৃষ্টি। এমনকি আমাদের ইন্দ্রিয়কত্বক অনুধাবনযোগ্য নয়, এমন সবকিছু তার সৃষ্টি। এই জানা এবং অজানা আবিষ্কৃত এবং আবিষ্কৃত সকল বস্তু বা প্রাণি তার ইচ্ছে অনুযায়ী চলে। আর তাই হঠাৎ কোন দৃষ্টিনা ঘটলেই আমরা স্বীকার করে নেই, “সবই তার ইচ্ছে” জাতীয় অমোঘবানী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য “তার” শব্দটি যেকোনো ধর্মের বিধাতা/ঈশ্বর/আল্লাহ ইত্যাদি সর্বশক্তিমান সত্ত্বার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। সকল ধর্মানুসারে, যারাই একেশ্বরবাদী, তারাই বিশ্বাস করেন যে জগতের সকলের ঘটনা (ঘটনা যতই তুচ্ছ হোক না কেন) আল্লাহর ইচ্ছেমত ঘটে। যেমন বলা হয়ে থাকে “আল্লাহর ইচ্ছাব্যতীত গাছের পাতাও নাকি নড়ে না।”

ইচ্ছা অর্থ কি? আমার ইচ্ছা তাই আমি কোন কিছু করি বা করি না। ঈশ্বরের ইচ্ছা তাই তিনি আমাদের তৈরী করলেন; হঠাৎ তার ইচ্ছা হলে তিনি আমাদের মেরেও ফেলবেন এবং কোন কোন ধর্মমতে পুনরুজ্জীবিত করবেন। ইচ্ছা বা “Free Will” খুশিমতো কোন কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা যা কোন যুক্তি বা নিয়ম মেনে চলে না। এটাকে অনেকটা স্বেচ্ছাচারিতার পর্যায়ে ফেলা যায়। যেকোন কাজ করা নিয়ে, যেকোন ঘটনা সম্পাদনজনিত, যেকোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রনয়নে, অন্য কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পছন্দ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাকে আমরা ইচ্ছাশক্তি বলতে পারি। ইংরেজিতে free will বা God’s will বলতেও এমনটিই বুঝানো হয়। এখানে নিয়ম বহির্ভূতির বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি কোন নিয়ম বা যুক্তির সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন অথবা বহিঃঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হন তাহলে তাকে পূর্ণঅর্থে ‘ইচ্ছা’ বলা যাবে না। মানুষ সাধারণত যে ইচ্ছার কথা বলে তা আপাতঃদৃষ্টিতে ‘ইচ্ছা’ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষের সীমিত ক্ষমতার কারণে কোন একটি ঘটনা সম্পাদনে তার গৃহীত ‘ক্রিয়া’ আসলে সীমিত। অর্থাৎ মানুষের ‘ইচ্ছা’ সীমিত। কিন্তু যেহেতু কল্পনা করা হয় ঈশ্বর বা আল্লাহর

ক্ষমতা অসীম, তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যাতে পারে যে ঈশ্বরের ‘ইচ্ছা’ প্রকৃত এবং চরম ‘ইচ্ছা’ যা কিনা অন্য কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি যে কোন নিয়মের মধ্যেও পড়েন না, এটাও নিশ্চিত; কারণ নিয়মের স্রষ্টাও তিনি!

সূতরাং যেহেতু সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব মতবাদে যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার এই ‘ইচ্ছা শক্তির’ প্রভাব মানব জীবনে কতটুকু যৌক্তিক তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

এই আলোচনা বা সমালোচনা দেখে যদি কেউ ঈশ্বর বা ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার গন্ধ পান; তবে এর একটা উত্তর হতে পারেঃ ‘সবই আল্লাহর ইচ্ছা’, তার ইচ্ছাতেই আমি লিখছি। অবশ্য এখানে প্রতি উত্তর স্পষ্ট। যেকোন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি যদি আমাকে এই লেখার অপরাধে মেরে ফেলেন এবং বলেন “সবই তার হুকুম”-তাহলেও কিছু বলার থাকে না। খেয়াল করুন! “ইচ্ছা” ব্যাপারটার অসঙ্গতি কি চোখে পড়ছে না? সবই যদি ভগবানের ইচ্ছায় হয় তবে মানুষের সকল অপরাধের ভাগী কে? ব্যাপারটা আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যাক।

ধর্মানুসারীদের একশ্রেণীর মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর এই মহাবিশ্বের জন্মের আদি থেকেই সবকিছুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যেকের ভাগ্য সুনির্ধারিত। এমনকি এটাও বলা হয় যে, কে স্বর্গে যাবে এবং কে নরক যাবে- তাও নাকি পূর্ব নির্ধারিত! ব্যাপারটা সত্যি বলে ধরে নিলে একটা খটকা লাগারই কথা! আপনি কেমন মানুষ হিসাবে জন্মাবেন-- সুস্থ, দুর্বল, রোগা (কিংবা আপনি জন্মের আগেও মাতৃগর্ভে মারা যেতে পারেন, অথবা জন্মমূহুর্তে কোন ডাক্তারের ভুলে (নাকি আল্লাহর ইচ্ছা?); আপনি মুসলমান/হিন্দু/বৌদ্ধ ইত্যাদি যে কোন ধর্মে জন্মাতে পারেন, ধনী-গরীব, সাদা-কালো এমনকি বিকলঙ্গ; এর সবকিছুই ঈশ্বরের ‘ইচ্ছা’র কারনে। আপনি বাঁচতে পারেন দশ বছর কিংবা একশ বছর - তাও ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই বেঁচে থাকাকালীন সময়ে আপনি আপনার ইচ্ছা মত (নাকি ঈশ্বরের ইচ্ছামতন!!) যা কিছু করবেন সবই নির্ধারিত হয়ে আছে বহু আগে থেকেই। এই ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তাহলে হাশরের ময়দান বা শেষ বিচারের দিন ব্যাপারটাকে নগ্ন প্রসহন ছাড়া আর কি বলা যায়?

কেউ কেউ বলে থাকেন যে ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে মানুষকে স্বাধীনতা দেন। অর্থাৎ এই সীমারেখার মধ্যে মানুষ তার যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এই প্রসঙ্গে একজন আমাকে একটা গরুর ঘাস খাবার উদাহরণ দিলেন। একটি গরুকে যদি একখন্ড রশির সাহায্যে একটি খুঁটির সাথে বাঁধা হয়, তাহলে গরুটি ঐ খুঁটির চারপাশে রশির দৈর্ঘ্যের

সমান ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের সমান পরিমাপ জমির ঘাস খেতে পারবে। বৃত্তের পরিধি তার সীমানা, এর বাইরে যাবার ক্ষমতা তার নেই; তবে এর ভেতরে সে যা খুশি তাই করতে পারে। আমরা প্রথমেই ‘ইচ্ছা বা স্বাধীনতার’ যে সংজ্ঞা দেখেছি তা এখানে পূর্ণ হচ্ছেনা। ঈশ্বর প্রদত্ত এই সীমানাও আসলে পূর্ব নির্ধারিত নয় কি? অর্থাৎ মানুষকে সীমিত ইচ্ছা শক্তি দেয়াকে আসলে কোন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া বলা যায় না। কাউকে ভাল মন্দ বোঝার ক্ষমতা দেয়া হল, কিন্তু অবাধে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যদি পূর্ব নির্ধারিত থাকে তাহলে সেই স্বাধীনতা দেয়া অর্থহীন।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি মতবাদ জনপ্রিয়। কেউ কেউ বলেন, তোমাকে তো ভাল মন্দ বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ, এখন মন্দকাজ স্বেচ্ছায় (!) করে কেন আল্লাহর উপর দোষারোপ করা? এই ব্যাখ্যাকে যদি সত্যি বলে মেনে নেয়া যায়, তাহলে ধরা যায় ঈশ্বর সবাইকে ভাল মন্দ বেছে নেবার চূড়ান্ত স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং এই স্বাধীনতা ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত নয়। এই ক্ষেত্রে প্রথম সমস্যা হল আপনার ভবিষ্যত কি পূর্বনির্ধারিত? যেহেতু ঈশ্বর আগেই ঠিক করে রেখেছেন কাকে তিনি স্বর্গে বা নরকে পাঠাবেন, তাহলে মানুষের ভাল বা মন্দ পছন্দ করার স্বাধীনতা কি আবার প্রভাবিত হচ্ছে না? আরো সহজ করে বলা যায় যে আল্লাহ পূর্বেই নির্ধারিত করেছেন যে আপনি নরকে যাবেন; এখন যদি বিবেকের তাড়নায় আপনি সত্যি বা ভাল পথ বেছে নেন, তবে কি ঈশ্বর তার পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আপনাকে বেহেশতে নসিব করবেন?

(ক) উত্তর যদি “হ্যাঁ” হয়, তাহলে স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর ভুলক্রমে আপনাকে দোজখে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারমানে ধর্ম গ্রন্থে বলা ধ্রুব সত্য “ঈশ্বর সব জান্তা” এটা আর ধোপে টিকে না।

(খ) প্রশ্নের উত্তর যদি “না” হয়, অর্থাৎ ভাল পথ বেছে নেবার পরও যদি আপনি দোজখবাসী হন, তাহলে ঈশ্বরের “ন্যায়বিচার” ছমকির সম্মুখীন। শুধু তাই নয়, যেহেতু সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত বা আল্লাহ যেহেতু সবকিছুই আগে থেকে জানেন, তাই আমাদের ইচ্ছা শক্তিটা সীমিত হোক বা না হোক; তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের অমোঘবানী “তোমারা সৎপথে চল এবং তোমাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার”- জাতীয় আশ্বাসবানীও অর্থহীন, কারণ সবই ঠিক করা হয়ে আছে অনেক আগে থেকেই।

এই প্রসঙ্গে একশ্রেণীর মানুষ বলেন যে, আমরা তো জানিনা আমাদের ভাগ্যে কি আছে, সুতরাং আমাদের উচিত চেষ্টা করে যাওয়া... ইত্যাদি ইত্যাদি। অত্যন্ত অবান্তর যুক্তি নয় কি? যা পূর্বনির্ধারিত, যা আল্লাহ জানেন, তাই সত্যি। আপনি আপনার ভবিষ্যত জানেন কিনা, তা আপনার ভবিষ্যত নির্ধারণে বিন্দুমাত্র ভূমিকা পালন করবে না। বরং যারা

এই মতবাদে বিশ্বাস করেন, তারা আসলে এটা মানতে পারছেন না যে, সত্যিই বিধাতা এতটাই অপরিণামদর্শী হতে পারেন যে ভালো কাজ করার পরও প্রকৃত পুরস্কার পাবার জন্য আবার তাঁর কৃপাপ্রার্থী হতে বাধ্য করবেন।

“সবই তার ইচ্ছা” জাতীয় ব্যাসবাক্য যারা বিশ্বাস করেন তারা বোধহয় আমাদের দেশের সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে নিদির্ধায় তার দ্বায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার দায়ভার থেকে মুক্তি দেবেন! কারন কেউ সন্ত্রাসী হামলায় মারা গেলে তিনি “আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে” জাতীয় কথাবার্তা বলতেন। সৌদি আরবে হজ্জ চলাকালীন সময়ে দুর্ঘটনায় মারা গেলেন অনেক হাজী। এই অব্যবস্থাপনাকে সৌদি সরকার ব্যাখ্যা দিল “Allah’s unavoidable will”--মোদ্দাকথা সেই “সবই আল্লাহর ইচ্ছা!”।

সত্যিই কি তাই?

আদনান  
জার্মানী  
[adnanbuet@yahoo.com](mailto:adnanbuet@yahoo.com)

**FOR PUBLIC RELEASE**